দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...NOV. 17 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কাজ একই, বেতনে বৈষম্য-

॥ জিল্লুর রহমান খান ॥

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-দের মত কাজ করেও বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বেতন ও ভাতার বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।

১৯৮৯ সালে 'পথকলি ট্রাস্ট' গঠন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সমাজে অবহেলিত, বঞ্চিত-লাঞ্ছিত, নিরীহ, নিগৃহীত, গরিব, এতিম, অসহায়, শ্রমজীবী ও ছিন্নমূল শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে রাজধানীসহ

কাজ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

কাজ ঃ একই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সারাদেশে ৪৬টি বিদ্যালয় রয়েছে। এ বিদ্যালয়গুলোর প্রায় ২ শতাধিক শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন ও ভাতা নির্ধারণ হওয়ার পূর্বেই দেশে নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে।

১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শিক্ষক, শিক্ষিকা ও প্রধান শিক্ষকসহ প্রত্যেককে ৫শ' টাকা ও কর্মচারীদের ৩শ' টাকা করে ভাতা দেয়া শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে সরকার 'পথকলি ট্রাস্টের' নাম পরিবর্তন করে 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট' নামকরণ করে এবং ১৯৯৪ সাল থেকে শিক্ষক- শিক্ষিকাদের জন্য ৫শ' ৫০ টাকা ও কর্মচারীদের জন্য ৩শ' ২৫ টাকা করে ভাতা পুনর্নির্ধারণ করে।

বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দেশের অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় যেমন সরকারি, রেজিস্টার্ড ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে সরকার ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীগণ বৃত্তি পরীক্ষা ও সেন্টার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ফলাফলও সন্তোষজনক। অথচ শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সরকারি বা অন্য যেকোন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর তুলনা করলে দেখা যায় একমাত্র বেতন ভাতা ও বোনাস ছাড়া তেমন কোন পার্থক্য নেই। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেকেই বেতন হিসেবে ২ হাজার ৫শ' ৫০ টাকা পান, আর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন মাত্র ৫শ' ৫০ টাকা। এমনকি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে শিক্ষকগণ বেতন পাচ্ছেন ২ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৩ হাজার ৫শ' টাকা এবং সেই সাথে বছরে ২টি করে বোনাস। অথচ একই বিদ্যালয়, একই বই, একই সিলেবাস এবং একই সময়ে জেলা ও থানা পর্যায়ের শিশু কল্যাণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পাচ্ছেন মাত্র ৫শ' ৫০ টাকা।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ও শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের সভাপতির কাছে তাদের ৬ দফা ন্যায়সঙ্গত দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত নতুন পে-স্কেল অনুযায়ী এ শিক্ষকগণ কোন সুযোগ-সুবিধা পাননি। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরিরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সরকারি চাকরি করার সময়সীমা ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে।